

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

ছানং উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন

তারিখঃ ২৩/০৬/২০২১

সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	বাস্তব
০১	জনাব খাদিজা আকতার	সভাপতি	বাস্তবিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	বাস্তবিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	বাস্তবিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	বাস্তবিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	বাস্তবিত/-
০৬	জনাব সক্ষ্যা রাণী সরকার	সদস্য সচিব	বাস্তবিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আকতার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ
এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫০-৫৫ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপশ্চই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অব্যাভাবিক
হারে সবজিপশ্চের দাম বেড়ে যাওয়ায় অব্যিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনে ছিত্রিল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পশ্চের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিঠিকুমড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা,
শসা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, বিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৫০ থেকে ৫৫
টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ধূসল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, চিংগা ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা, চেরেস ৪০ থেকে
৪৫ টাকা, টমেটো ৪০ টাকা ৪৫ টাকা, করলা ৪০ থেকে ৪৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি
হয়েছে।

মশলার বাজারঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, আমদানিকৃত ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, রসুন
(দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা,
আমদানিকৃত আদা ৯৫ থেকে ১১০ টাকা।

চালের বাজারঃ চালের বাজার পূর্বের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে
৫৫ টাকা, মিনিকেট ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, বিআর২৮ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, নাজিরসাইল ৭৫ থেকে ৮০ টাকা।
শোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। ভালের বাজার মুক্তরের ডাল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা,
বিদেশী ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

জেলের বাজারঃ সয়াবিন ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, পাম ওয়েল ১৫ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারঃ বাজার স্থানে দেখা যায়, মেশি রুই ও কাতল (এক খেকে দুই কেজি) ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা,
পাংগাস (চাষকৃত) এক খেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক খেকে তিন কেজি)
১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ମାତ୍ର ଓ ଡିମେନ୍ ବାଜାର : ମାଂସେର ଏବଂ ଡିମେନ୍ ଦାମ ସୁଧି ପେଇଛେ ।

କେବଳ ଏତି ଗର୍ଭର ମାତ୍ର ୬୦୦ ଥେବେ ୬୫୦ ଟାକା, ଘୁରଗି (ଦେଖି) ୩୫୫ ଥେବେ ୩୬୦ ଟାକା, ବ୍ରହ୍ମଲାର ୧୫୫ ଥେବେ ୧୬୦ ଟାକାର ବିକ୍ରି ହୋଇଛେ।

ফার্ম (জাল) ডিম গুড়ি হলি ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

গিলাত : নিরামিত বাজার অনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অক্ষ কম্পিউটার সকল সদস্যগণ পারস্পরিক সময়েতার আধ্যাত্মিক ঘোষণা দেওয়া হবে।

দায়িত্বশূণ্য কর্মকর্তা : কমিটির সকল সদস্য পারল্পরিক সমবোতার মাধ্যমে পালাইবে।

कृष्ण जरुरी ते प्रथमानी ग्रन्थां

१५६

অম্বুলেন্স সতরার কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আভিউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আজার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কেন বাজারে তেমন কৃতিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃতিম সংকট করতে না পারে এ বাচাবে সক্রিয়তাৱ বিধিৰে সহজে সহজে পোষণ কৰোৱ।

সিদ্ধান্ত কর্তৃম সংকট ও মজ্জতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দাস্তিয়াও কৰ্যকৰ্ত্তা : শশিচন্দ্ৰ সভাগতি ঘৰেদৰ

ଦେଖାନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ଶର୍କାର

Digitized by srujanika@gmail.com

বঙ্গাব বঞ্চিতের মনস্ত সচিব জলাব সঞ্চয়া বাণী সরকার, উগজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোকা অধিব র জ ইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজল এ বিষয়ে ঘাতে জনগন জানতে পারে এ কথার কাছে অহেম একট জত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের উপর পূর্ণ ধারাখণি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষাত্মক প্রযোজনীয় উপর অধিকার আইনের শুল্কসমূহ ধরাখলো ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে আবেগোদ্ধ করা হচ্ছে।

দায়িত্বশীল সর্বকর্তা: কমিটির সভাপতি অব্দের

टोल अरण्यात वारिए व्हार्ड अन्न विषया आलोचना

४८५

অতি কঠিন সমস্তি জনাব খাদিজা আজগুর জানান যে, অবশ্য উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন আলিপ. স.ই.প.গৃটে দৃশ্যমান জায়গার বুলানো হচ্ছিল। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গাট টেলিফোন স.ই.প.গৃটে টানিবে দেখ। এ বিষয়ে ব্যবহা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

ନିଆମ ପଦଶିଖ ହୁଲେ ଇଜାରାଦାରଗମ ଟୋଲଦକ୍ଷାତ ବିଲ ବୋର୍ଡ ହୃଦୟ କରେନ ଏ ବିଷୟେ ସବ୍ୟା ଅହନେର ଜନ୍ୟ ଉପଜେଳା ଗ୍ରହିଣଙ୍କେ ଆଗବ୍ରୋଧ କରା ହାବେ ।

ମାନ୍ୟବପ୍ରାତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ସମ୍ପଦିତ ଜନଶକ୍ତି ଅଣ୍ଠୋଦାୟ ।

ଆজକେର ସଭାମ୍ବ ଆର କୋଳ ବିଦ୍ୟେ ଆଲୋଚନା, ନା ଥାକୁଯ ସଭାପତି ଅହୋଦୟ ଉପଚିହ୍ନ ସକଳକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନିଯେ
ସଭାମ୍ବ ସମ୍ମାନ ଘୋଷନ କରିବାକୁ।

Kader
সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

ছানং উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখঃ ৩০/০৮/২০২১
সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	ষাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	ষাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	ষাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	ষাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	ষাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	ষাক্ষরিত/-
০৬	জনাব সব্দ্যা রাণী সরকার	সদস্য সচিব	ষাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচুরা বাজারে প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপগ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অসাধারিক হারে সরজিপগ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অবিহিত রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো ছিত্তীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পণ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সরবজির বাজার আলু (সাদা) ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, ঝিঙ্গা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কচুয়ুশি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কচুর লতি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, খুদল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, চিংগা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, চেরস ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা, করলা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা ও প্রতিটি লাড় ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার : প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৮৫ থেকে ৯০ টাকা, শুকনামরিচ ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১০০ থেকে ১১০ টাকা।

চালের বাজার : চালের বাজার পুরের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিলিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪২ টাকা। ডালের বাজার মুন্তরের ডাল ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা, বিদেশী ১১৫ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

জেলের বাজার : সয়াবিন ১২০ থেকে ১২৫ টাকা, পাম ওয়েল ১০০ থেকে ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার : বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১০ থেকে ৩৩০ টাকা, পাংগোস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা, কৈ (চাষ) ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

চার্স ৩ ডিমের বাজার : মাসের এবং ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি অতি গরুর মাস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৫০ থেকে ৩৫৫ টাকা, ব্রহ্মলার ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

ফার্শ লাল : ডিম প্রতি হালি ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পিলুচাই : বিলম্বিত বাজার মনিটিরিং করা হবে। তবে সেটা অতি কমিটির সকল সদস্যগন পারস্পরিক সমরোতার আধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দালিতগ্রাম কর্মকর্তা : কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সমরোতার আধ্যমে পালাত্রয়ে।

কৃতিগ সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত :

আলোচনা :

অন্যবার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেফী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আজগার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজায়িয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃতিগ সংকট নেই। বাজার সংক্ষিপ্তরা যাতে ভবিষ্যতে কৃতিগ সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সঞ্চিয়তার বিষয়ে সহমত প্রেরণ করেন।

শিক্ষাও কৃতিগ সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দালিতগ্রাম কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহোদয়।

জ্ঞান অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনা :

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব সম্ম্যাংসী সরকার, উপজেলা সম্বাদ অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপার ব্যবস্থা এছনের পক্ষে অভি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পিলুচাই : জ্ঞান অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এছনের জন্য উপজেলা পরিষৎ কে অনুরোধ করা হল।

দালিতগ্রাম কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

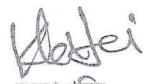
আলোচনা :

অন্য কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আজগার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন আলিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

পিলুচাই : দীর্ঘ স্থায়ে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষৎ কে অনুরোধ করা হবে।

দালিতগ্রাম কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহোদয়।

আজক্ষের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

হানঃ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন

তারিখঃ ২৭/১০/২০২১

সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	যাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আকার	সভাপতি	যাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	যাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	যাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোওলি লিটন	সদস্য	যাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	যাক্ষরিত/-
০৬	জনাব সক্ষ্যা রাণী সরকার	সদস্য সচিব	যাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আকার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ
এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

প্রথমুল্য সংক্ষেপ :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫০-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপশ্চাই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিঃ অব্যাভাবিক
হারে সবজিস্পন্ডের দাম বেড়ে যাওয়ায় অবিভিত্ত রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনেো হিতিশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পশ্চের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজার আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিটিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা,
শসা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, বিংগা ৪০ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৪৫ থেকে ৫০
টাকা, কচুর লাতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, খুন্দল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, চিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, চেরস ৩৫
থেকে ৪০ টাকা, টমেটো ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকা, করলা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪০ টাকা থেকে
৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার : প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪০ থেকে ৫০ টাকা, আমদানিকৃত ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, রসুন (দেশী) ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, আমদানিকৃত ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা,
আমদানিকৃত আদা ৯৫থেকে ১০০ টাকা।

চালের বাজার : চালের বাজার পূর্বের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে
৫৫ টাকা, মিনিকেট ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, বিআর২৮ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, নাজিরসাইল ৭৫ থেকে ৮০ টাকা।
খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। চালের বাজার মুশর্রের ডাল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা,
বিদেশী ১১০ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেজের বাজার : সমাবিন ১১০ থেকে ১১৫ টাকা, পাম ওয়েল ১৫ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার : বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি ঝই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩০০ থেকে ৩১০ টাকা,
পাংগস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৪৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি)
১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ছাত্র ও ডিমের দাজাৰ : মাসেৰ এবং ডিমেৰ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি থতি গুৱাম মাস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুৱাগি (দেশি) ৩৫০ থেকে ৩৬০ টাকা, ব্ৰহ্মলাৰ ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। বিহি হয়েছে।

ফাৰ্ম (জল) ডিম প্ৰতি ছালি ৩৮ থেকে ৪০ টাকায় বিহি হয়েছে।

চিৰাঙ্গ : চিয়ামিতি বাজাৰ মণিটিৰিং কৰা হৈব। তবে সেটা অন্ন কমিটিৰ সকল সদস্যগণ পাৰম্পৰিক সময়োত্তৰ মাধ্যমে যে ভেঁমন ভাৰে পারে।

দানিভূষণ কৰ্মকৰ্ত্তা : কমিটিৰ সকল সদস্য পাৰম্পৰিক সময়োত্তৰ মাধ্যমে পালাকৰণে।

কৃত্তিম সংকট ও গজুতদাৰী সংক্রান্ত :

আলোচনা :

ভাদ্যকাৰ সজাম কমিটিৰ সদস্য জনাৰ মোঃ আভাউৰ বৃহমান নেকী ও সভাগতি জনাৰ খাদিজা আভাৰ মহিলা ভাইস চেয়াৰম্যান জালান মুজাহিদা উপজেলায় কোন বাজাৰে ভেঁমন কৃতিগ সংকট নেই। বাজাৰ সংশ্লিষ্টৰা বাতে ভবিষ্যতে কৃতিগ সংকট কৰতে না পারে এ ব্যাপারে সক্ৰিয়তাৰ বিষয়ে সহজত গোৱন কৰৱেন।

মিদামও কৃতিগ সংকট ও গজুতদাৰি বিষয়ে কোন তথ্য পাওৱাৰ সাথে সাথে উপজেলা পৰিষদকে জালানো হৈব।

দানিভূষণ কৰ্মকৰ্ত্তা : কমিটিৰ সভাগতি মহোদয়।

ভৱতা অধিকাৰ আইন সংক্রান্ত

আলোচনা :

সভায় কমিটিৰ সদস্য চটিব জনাৰ সম্বয় রাণী সৱকাৰ, উপজেলা সমবাৱ অফিসাৰ বলেন যে, জনগন ভোকা অধিকাৰ আইন বিষয়ে ভেঁমন জালেন না এবং সচেতন নৱ। সেজল্য এ বিষয়ে বাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰক অকাশ কৰৱেন। এ বিষয়ে আলোচনাৰ পৰি সিদ্ধান্ত হয় এ আইনেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰাগুলি ব্যাপক প্ৰচাৱেৰ ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈব।

চিৰাঙ্গ : চোখ অধিকাৰ আইনেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰাগুলো ব্যাপক প্ৰচাৱেৰ থৰোজনীৰ ব্যবস্থা গ্ৰহণেৰ জন্য উপজেলা পৰিষদকে অনুৱোধ কৰা হৈল।

দানিভূষণ কৰ্মকৰ্ত্তা : কমিটিৰ সভাগতি মহোদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোৰ্ড এৰ বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা :

অন্ন কমিটিৰ সভাগতি জনাৰ খাদিজা আভাৰ আনান যে, অন্ন উপজেলাৰ কোন বাজাৰে টোল সংক্রান্ত কোন তালিকা, সাইন বোৰ্ড দৃশ্যমান জায়গায় বুলালো হৱালি। এ বিষয়ে আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত হয় ইজাৱাদাৰ বেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোৰ্ড টালিয়ে দেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্ৰহণেৰ জন্য উপজেলা পৰিষদকে অনুৱোধ কৰা হৈব।

চিৰাঙ্গ : দানিভূষণ আইন ইজাৱাদাৰগন টোলসংক্রান্ত বিল বোৰ্ড ছাগন কৰৱেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্ৰহণেৰ জন্য উপজেলা পৰিষদকে অনুৱোধ কৰা হৈব।

দানিভূষণ কৰ্মকৰ্ত্তা : কমিটিৰ সভাগতি মহোদয়।

আজকেৰ সভায় আৱ কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাগতি মহোদয় উপছিত সকলকে ধন্যবাদ জালিয়ে সভাৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰৱেন।


সভাগতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

ছানং উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন

তারিখঃ ২৮/১২/২০২১

সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আক্তার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ শিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আক্তার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ
এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৪৫-৫০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপশ্চই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অবাভাবিক
হারে সবজিপশ্চের দাম বেড়ে যাওয়ায় অস্বীকৃতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনে ছিতীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পশ্চের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজারঃ আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, মিঠিকুমড়া ৪৫ থেকে ৫৫ টাকা,
শসা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, বিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, কচুমুখি ৪০ থেকে ৪৫
টাকা, কচুর লাতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, ধূসল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, চিটিংগা ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, চেরস ৪০ থেকে
৪৫ টাকা, টমেটো ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা, করলা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৪০ টাকা থেকে ৪৫
টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজারঃ প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন
(দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, শুকনামরিচ ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকা,
আমদানিকৃত আদা ১২০ থেকে ১২৫ টাকা।

চালের বাজারঃ চালের বাজার পূর্বের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে
৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর ২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা।
খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। ডালের বাজার মুওয়ের ডাল ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা,
বিদেশী ১০৫ থেকে ১১০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেলের বাজারঃ সয়াবিন ১২০ থেকে ১২৫ টাকা, পাম ওয়েল ১০০ থেকে ১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারঃ বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১০ থেকে ৩২০ টাকা,
পাঁগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি)
১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ମାସ ଓ ଡିମେର ବାଜାର : ମାଂସର ଏବଂ ଡିମେର ଦାଘ ବୃଦ୍ଧି ପେରେଛେ ।

কেজি প্রতি গুরুবর মাসিঃ ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা; ঘুরগি (দেশি) ৩৫০ থেকে ৩৬০ টাকা, ব্রহ্মলাল ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ফার্ম (জাল) ডিম প্রতি হালি ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

গিন্দাত ৪ বিলম্বিত বাজার অনিটরিং করা হবে। তবে স্টোর অঞ্চল কমিটির সকল সদস্যগণ পারস্পরিক সময়েতার মাধ্যমে যে বেষ্টন ভাবে গোরে।

দায়িত্বান্ত কর্মকর্তা কমিটির সকল সদস্য গুরুত্বপূর্ণ সমবোতার মাধ্যমে পালাত্রন্ত্রে।

ବୁଦ୍ଧିର ଜାଗନ୍ମହାତ୍ମା ପାତ୍ର ଅଶ୍ଵିନୀ ପାତ୍ରକାଳ ।

১০৫

ଆମ୍ବକାର ନତ୍ତାଯ କମିଟିର ସଦୟ ଜନାବ ମୋହ ଆଭାଉର ରହମାନ ନେବୀ ଓ ସଭାପତି ଜନାବ ଖାଦିଜା ଆଜାର ମହିଳା ଭାଇସ ଚେଷ୍ଟାର ସ୍ୟାମ ଜାଳାଳ ଗଜାରିଲା ଉପାଜେଳାଯ କୋଳ ବାଜାରେ ଭେଦନ କୃତିମ ସଂକଟ ନେଇ । ବାଜାର ସଂଶୁଦ୍ଧିଟାର ଘାତେ ଭବିଷ୍ୟତେ କୃତିମ ସଂକଟ କରନ୍ତେ ନା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସଞ୍ଚିତତାର ବିଷୟେ ସହମତ ପୋଷନ କରେନ ।

সিল্কার্ড কমিশন সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য গাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

ଦ୍ୟାମିତ୍ରାଣ୍ଡ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ॥ କମିଟିର ସଭାଗଭି ଘୋଦନ ।

ପ୍ରାଚୀ ଅଧିକାର କାନ୍ତି ଏ ବେଳାଟୁ

卷之三

জেন্টল্যান্ড কমিউনিটি সমূহ কর্তৃত জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, কুণ্ডন ভোজ কান্দিলুর আইন বিষয়ে তেওঁর জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে কৃষ্ণ এইনের পক্ষে যত একাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের কুর্তুল্য ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষাত : ভোকা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের অংশেজীয় ব্যবস্থা এহনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুমোদ করা হল।

ଦୟାପ୍ରକାଶ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର୍ତ୍ତା : କଣ୍ଠିତର ସଭାଗତି ଘରୋଦମ ।

ट्रेन गरकाउ जाईन बोर्ड एवं विद्युत आणोचना

卷之三

অতি অনিচ্ছিক সহায়তা প্রদান আবিষ্কার জানাল বে, অতি উপজেলার কোন বাজারে টোল সংঞ্চালন কোন তালিম, বই পাঠ কৃত্যকার জাতীগুরু কুল্যালো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাহিনীর্বার্তা দিয়ে দেওয়া। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

শিল্পাত্মক দলগুলির মধ্যে ইজারাদারগুলি টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড হ্রাপন করেন এবং বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে আবেদন করা হচ্ছে।

ଦୁଃଖିତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ॥ କାଳିଟିର ସଭାଗତି ଘରେଦର ।

ଆজକେ କାହାରୁ ଆମ କୋଣ ବିଷୟେ ଆଲୋଚନା ନା ଥାବଦୀ ସଭାପତି ଅହେଦେ ଉପଶିଖି ସକଳକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାଗିଯେ ସତର ସମ୍ମାନି ଘୋରନ୍ତା କରିଲୁ ।

Hafez
সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

ছান্দ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন
তারিখ: ২৪/০২/২০২২
সময়: বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আকতার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকল)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সাহিদ মোঃ লিটল	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আকতার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৪৫-৫০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপশ্চাই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অবাভাবিক হারে সবজিশপগুলোর দাম বেড়ে যাওয়ায় অবিষ্টে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই খেনো ছিতৌল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পশ্চের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজার আলু (সাদা) ২০ থেকে ২৫ টাকা, বেগুন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিটিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, শসা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, বিংগা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, কচুমুখি ৪৫ থেকে ৫০টাকা, কচুর লতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, খুসল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, চিটিংগা ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, চেরেস ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, টমেটো ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা, করলা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা ও প্রতিটি শাউ ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার : প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন (দেশী) ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, আমদানিকৃত ৭০ থেকে ৮০ টাকা, শুকলামরিচ ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা, আমদানিকৃত আদা ১২৫ থেকে ১৩০ টাকা।

চালের বাজার : চালের বাজার পূরের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। চালের বাজার যুতরের চাল ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা, বিদেশী ১০৫ থেকে ১১০ টাকা, খেশারী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তেজের বাজার : সম্মান ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা, পাম ওয়েল ১১০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার : বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি ঝুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১০ থেকে ৩২০ টাকা, পাগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি) ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

K:\Kamal\Regulation.docx

মুক্তি প্রদান ও চালের যান্ত্রিক পুরোকৃত কুসিনোক দেখেন্তি থেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রতি দেখে কৃষি সমিতি প্রদান করা হচ্ছে।

অন্তিম প্রতিবেশী প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। এবং প্রতিবেশী প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।

মাস ও ডিম্বের বাজার : মাসের এবং ডিম্বের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি অতি গরম মাস ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, মুরগি (দেশি) ৩৬০ থেকে ৩৭০ টাকা, ব্রহ্মলার ১৫০ থেকে ১২৫ টাকার দিকে হয়েছে।

ফার্ম (জন্ম) তিঃ এপ্রিল থেকে ৪০ টাকার দিকে হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : নির্মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগণ পারল্সরিক সময়েতার মাধ্যমে যে যেমন ভাবে পারে।

দায়িত্বান্ত কর্মকর্তা : কমিটির সকল সদস্য পারল্সরিক সময়েতার মাধ্যমে পালাত্তে।

কৃতিশ সংকট ও সজুতদারী সংক্রান্ত :

আলোচনা :

অদ্যকার সভায় কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আকার মহিলা ভাইস চেয়ারপ্যান জানান গজারিয়া উপজেলার কোন বাজারে তেমন কৃতিশ সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃতিশ সকে কান্ত না পারে এ ব্যাপারে সঞ্চিয়তার বিষয়ে সহজত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত কৃতিশ সংকট ও সজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

সাধিত্বান্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহেদয়।

ভোক্তা অধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনা :

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ ঘাহরুবউল্লাহ, উপজেলা সঘবাস অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা অধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যত একাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের উন্নতশূর্ণ ধারাণি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয় : যেসব অধিকার আইনের উন্নতশূর্ণ ধারাণি ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হল।

দায়িত্বান্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহেদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এবং বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা :

অত্র কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আকার জানান যে, অত্র উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন ভালিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জাগায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার বেল দৃশ্যমান জাগায় টোলসহ সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

বিষয় : দৃশ্যমান স্থান ইজারাদারগন টোলসহ বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

দায়িত্বান্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি মহেদয়।

আজকের সভায় আর কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকার সভাপতি মহেদয় উপস্থিত সকলকে থ্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Khalid
সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদশন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

ছানং উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন

তারিখঃ ২৫/০৪/২০২২

সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব খাদিজা আকার	সভাপতি	স্বাক্ষরিত/-
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটন	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	স্বাক্ষরিত/-
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যক্ষার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আকার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজানিয়া উপজেলা পরিষদ
এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপশ্চষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অব্যাধিক
হারে সর্বজিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অবিহিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো ছিতশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পশ্চের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সর্বজিপণ্য বাজার : আলু (সাদা) ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেগুন ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, মিঠিকুমড়া ৫০ থেকে ৫৫ টাকা,
শসা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, ঝিঁঁগা ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমাখি ৫০ থেকে ৫৫
টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, শুল্প ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, চিচিংগা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, চেরেস ৪০
থেকে ৪৫ টাকা, টমেটো ৮০ টাকা থেকে ৮৫ টাকা, করলা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা ও প্রতিটি লাড় ৫৫ টাকা থেকে
৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার : প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন
(দেশী) ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, আমদানিকৃত ৮৫ থেকে ৮৫ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা,
আমদানিকৃত আদা ১১০ থেকে ১২০ টাকা।

চালের বাজার : চালের বাজার পূর্বের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে
৬০ টাকা, মিনিকেট ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৮০ থেকে ৮৫ টাকা।
খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা। ডালের বাজার মুওরের ডাল ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকা,
বিদেশী ১০৫ থেকে ১১০ টাকা, খেশামী ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ফলের বাজার : সয়াবিন ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকা, পাম ওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার : বাজার শুরু দেখা যায়, দেশি রুই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩২০ থেকে ৩২৫ টাকা,
পাঁগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি)
১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, কৈ (চাষ) ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মার্কিন প্রতিশ্রুতি বাজার : মার্কেটের এবং ডিমের দাষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি প্রতি গ্রন্থ মার্কিন ৬৮০ থেকে ৭০০ টাকা, ঘুরণি (দেশি) ৪০০ থেকে ৪১০ টাকা, ব্রহ্মলাল ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকার বিত্তি হচ্ছে।

কার্ড (স্লাস) চিহ্ন প্রতি ইলি ৪২ থেকে ৪৫ টাকায় বিত্তি হচ্ছে।

নির্মাণ : নির্মাণ বাজার সমিটিরিং করা হবে। তবে সেটা অতি কমিটির সকল সদস্যগন পারম্পরিক সময়েতার মাধ্যমে মেঘম ভাবে পারে।

দারিদ্র্যগুপ্ত কর্মকর্তা : কমিটির সকল সদস্য পারম্পরিক সময়েতার মাধ্যমে পালাত্বন্মে।

কৃতিম সংকট ও মজুতদারী সংক্রান্ত :

আলোচনা :

অন্যকার সভার কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার ঘরিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান গজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেমন কৃতিম সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃতিম সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সভিন্নতার বিষয়ে সহজত পোষণ করেন।

নির্মাণও কৃতিম সংকট ও মজুতদারি বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

সার্টিফিকেট কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি অনুদয়।

জেক্স আধিকার আইন সংক্রান্ত

আলোচনাঃ

সভায় কমিটির সদস্য সচিব জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ, উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, জনগন ভোক্তা আধিকার আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত দ্রুক্ষ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নির্মাণ : তোকা অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ব্যাপক প্রচারের অয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে সন্তুল ধরা ইল।

মারিদান্ত কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি অনুদয়।

টোল সংক্রান্ত সাইন বোর্ড এর বিষয়ে আলোচনা

আলোচনা :

অন্য কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অতি উপজেলার কোন বাজারে টোল সংক্রান্ত কোন আঙিকা, সাইন বোর্ড দৃশ্যমান জায়গায় ঝুলানো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার বেন দৃশ্যমান জায়গায় টোলসংক্রান্ত সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

নির্মাণ : দলগীয় স্থানে ইজারাদারগন টোলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হবে।

সার্টিফিকেট কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি অনুদয়।

অজ্ঞাত কর্তৃত আবেদন কোর্ট বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি অনুদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সর্বান্ত ঘোষণা করেন।


সভাপতি

উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরনীঃ

ছানঁ উপজেলা পরিষদ মিলনায়াতন

তারিখঃ ২৮/০৬/২০২২

সময়ঃ বেলা ১১.০০ টা

ক্রমিক নং-	নাম	পদবী	বাস্তু
০১	জনাব খাদিজা আকতার	সভাপতি	বাস্তু
০২	জনাব আতাউর রহমান নেকী	সদস্য	বাস্তু
০৩	জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ আলী (খোকন)	সদস্য	বাস্তু
০৪	জনাব সহিদ মোঃ লিটল	সদস্য	বাস্তু
০৫	জনাব মিজানুর রহমান প্রধান	সদস্য	বাস্তু
০৬	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবউল্লাহ	সদস্য সচিব	বাস্তু

অদ্যক্ষার সভায় কমিটির সভাপতি খাদিজা আকতার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গজারিয়া উপজেলা পরিষদ
এর সভাপতিত্বে আরম্ভ করা হয়।

দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত :

আলোচনা :

সভায় সভাপতি সাহেব জানান যে, কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক দেখা যায়-

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৫৫-৬০ টাকার নিচে তেমন কোনো কাঁচাপশ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং অসামাজিক
হারে সবজিপশ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অব্যবিতে রয়েছেন ক্রেতারা।

কোনো ভাবেই যেনো ছিতৃশীল হচ্ছে না কাঁচা বাজার। একেক দিনে একেক পশ্যের দাম বেড়েই যাচ্ছে।

সবজির বাজার : আলু (সাদা) ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, মিঠিকুমড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা,
শসা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, বিংগা ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, কাঁচা পেঁপে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচুমুখি ৫০ থেকে ৫৫
টাকা, কচুর লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ধূমল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, চিটিংগা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, চেরস ৩৫
থেকে ৪০ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা, করলা ৬০ থেকে ৬৫ টাকা ও প্রতিটি লাউ ৫৫ টাকা থেকে
৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মশলার বাজার : প্রতি কেজি পেঁয়াজ (দেশী) ৫০ থেকে ৫৫ টাকা, আমদানিকৃত ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, রসুন
(দেশী) ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আমদানিকৃত ৯০ থেকে ৯৫ টাকা, শুকনামরিচ ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা,
আমদানিকৃত আদা ১০০ থেকে ১১০ টাকা।

চালের বাজার : চালের বাজার পুরের তুলনায় একটু বেশী আছে। প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে
৬৫ টাকা, মিনিকেট ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, বিআর২৮ ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, নাজিরসাইল ৯০ থেকে ৯৫ টাকা।
খোলা বাজারে প্রতি কেজি আটার মূল্য ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। ডালের বাজার মুশ্রের ডাল ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা,
বিদেশী ১১০ থেকে ১২০ টাকা, খেশারী ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

চেলের বাজার : সয়াবিন ১৯৫ থেকে ২০০ টাকা, পাম ওয়েল ১৭০ থেকে ১৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজার : বাজার ঘুরে দেখা যায়, দেশি রই ও কাতল (এক থেকে দুই কেজি) ৩১৫ থেকে ৩২০ টাকা,
পাংগাস (চাষকৃত) এক থেকে দুই কেজি ১৫০ টাকা থেকে ১৫৫ টাকা, সিলভার কার্প (এক থেকে তিন কেজি)
১৪০ থেকে ১৪৫ টাকা, কৈ (চাৰ) ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাসে ৩ ডিনের মাজার ১ মাসের এবং ডিনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেজি অতি সক , মাস ৮৮০ থেকে ৭০০ টাকা , মুরগি (দেশি) ৪৪০ থেকে ৪৫০ টাকা , ত্রিলার ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ফার্ম (লাল) ডিম প্রতি ছালি ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : লিমিতড বাজার মনিটরিং করা হবে। তবে সেটা অত্র কমিটির সকল সদস্যগণ পারস্পরিক সময়েতার মাধ্যমে যে ঘেরন ভাবে পারে।

দায়িত্বান্তর কর্মকর্তা : কমিটির সকল সদস্য পারস্পরিক সময়েতার মাধ্যমে পালাত্বন পারে।

বৃক্ষিক সংক্রান্ত ও অভ্যন্তরীণ সংক্রান্ত :

আন্দোলন :

অন্দোলন কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আতাউর রহমান নেকী ও সভাপতি জনাব খাদিজা আক্তার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জানান মজারিয়া উপজেলায় কোন বাজারে তেখন কৃতিক সংকট নেই। বাজার সংশ্লিষ্টরা যাতে ভবিষ্যতে কৃতিক সংকট করতে না পারে এ ব্যাপারে সক্রিয়তাৰ বিষয়ে সহমত গোষ্ঠী করেন।

সিদ্ধান্ত : কৃতিক সংকট ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়াৰ সাথে সাথে উপজেলা পরিষদকে জানানো হবে।

দায়িত্বান্তর কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি অবৈধ।

জোকা অধিবার আইন সংক্রান্ত

আন্দোলন :

জোকা কমিটির সদস্য জনাব আবুল জালায় মোহাম্মদ শাহবুরউল্লাহ, উপজেলা সঞ্চার অফিসার বলেন যে, জনগণ তেখন কমিটির আইন বিষয়ে তেমন জানেন না এবং সচেতন নয়। সেজন্য এ বিষয়ে যাতে জনগন জানতে পারে এ আইনের ক্ষেত্ৰে কোনো পক্ষে যত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় এ আইনের উন্নতৃপূর্ণ ধৰণে ক্ষেত্ৰে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ কৰা হবে।

সিদ্ধান্ত : জোকা অধিবার আইনের উন্নতৃপূর্ণ ধৰণে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ কৰা হ'ল।

দায়িত্বান্তর কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি অবৈধ।

টেল সংক্রান্ত আইন বোর্ড এবং বিষয়ে আলোচনা

আন্দোলন :

অন্দোলন কমিটির সদস্য জনাব খাদিজা আক্তার জানান যে, অন্ত উপজেলার কোন বাজারে টেল সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতি দুই মাস জারায় বুলনো হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় ইজারাদার যেন দৃশ্যমান কোষাগাহ টেল সংক্রান্ত প্রদর্শনের টাপিয়ে দেয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ কৰা হবে।

সিদ্ধান্ত : দৰ্শনীয় ছালে ইজারাদারগন টেলসংক্রান্ত বিল বোর্ড স্থাপন করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদকে অনুরোধ কৰা হবে।

দায়িত্বান্তর কর্মকর্তা : কমিটির সভাপতি অবৈধ।

আজকের সভায় আব কোন বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি অবৈধ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


সভাপতি